সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত রাখুন আপনার পিসি

কার্তিক দাস শুভ

পিসি ব্যবহার করতে করতে অনেক সময় পিসি কিছুটা ধীরগতির হয়ে যায়। আবার পিসির নানা ছোটখাটো কাজ অপারেটিং সিস্টেমের বিল্ট-ইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে ঠিকভাবে করাও যায় না। এসব কাজে ব্যবহার করতে হয় থার্ডপার্টি সফটওয়্যার। পিসির নানা ধরনের মেইনটেন্যান্সের কাজে ব্যবহার করার জন্য কয়েকটি সফটওয়্যারের বর্ণনা নিচে দেয়া হলো।

সিসি ক্লিনার : পিসি অপটিমাইজেশন, প্রাইভেসি ও ক্লিনিং টুল হিসেবে ব্যাপক ব্যবহার হওয়া একটি সফটওয়্যারের নাম সিসি ক্লিনার। ২০০৪ সালে পিরিফর্ম প্রথম বাজারে নিয়ে আসে এটি। তারপর থেকে বিভিন্ন সংস্করণে এর প্রচুর আপডেট নিয়ে এসেছে এরা। এর ফলে এটি পরিণত হয়েছে একটি সফটওয়্যারে। সিসি ক্লিনার পিসির হার্ডড্রাইভের যেকোনো তথ্যই মুছে দিতে সক্ষম। পাশাপাশি পিসির খালি জায়গাগুলোও

পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। এ ছাড়া হার্ডডিস্কের তথ্য পরিপূর্ণভাবে মুছে দিতে এটি একবার ওভাররাইট থেকে শুরু করে বিভিন্ন মোডে ৩৫ বার পর্যন্ত হার্ডডিস্কের চিহ্নিত জায়গায় ওভাররাইট করে তথ্যকে মুছে দিতে পারে। অবশ্য যত বেশিবার ওভাররাইট করার মোড নির্বাচন করা হবে, সময় তত বেশি প্রয়োজন হবে। উইন্ডোজের রিসাইকেল বিন, রিসেন্ট ডকুমেন্টস, টেম্পোরারি ফাইল, লগ ফাইল, ক্লিপবোর্ড, ডিএনএস ক্যাশ, মেমরি ডাম্পসহ সবকিছুই মুছে ফেলা যাবে এর মাধ্যমে। আর ওয়েবব্রাউজার হিসেবে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, গুগল ক্রোম, অপেরা, সাফারি, ▸

গ্লেরি ইউটিলিটিজ

পিসির নানা ধরনের মেইনটেন্যান্সের কাজে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক ব্যবহার হওয়া চমৎকার একটি সফটওয়্যার হচ্ছে গ্লেরি ইউটিলিটিজ। বলা হয়ে থাকে পিসির অন্যতম উপকারী বন্ধু হচ্ছে গ্লেরি ইউটিলিটিজ। পিসির রেজিস্ট্রি ও ডিস্ক ক্লিনিং, প্রাইভেসি প্রটেকশন এবং পিসির গতিকে দ্রুত করে তুলতে চমৎকার একটি ফ্রিওয়্যার এ গ্লেরি ইউটিলিটিজ। পিসির একদম নতুন পর্যায়ের ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ ও পেশাদাররা এটি ব্যবহার করতে পারবেন। পিসি ক্লিনআপ ও রিপেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে গ্লেরি ইউটিলিটিজ দিয়ে ডিস্ক ক্লিনআপ, রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ, হার্ডডিস্ক থেকে জাঙ্ক ডাটা দূর করে ডিস্ক স্পেস রিকভার, সিস্টেমের পারফরম্যান্স বাড়াতে রেজিস্ট্রি স্ক্যান ও ক্লিন করা, শর্টকাট ফিক্সিং, স্টার্ট মেন্যু ও ডেস্কটপ শর্টকাটে এরর কানেকশন, পিসি থেকে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম দূর করতে আনইনস্টল ম্যানেজার প্রভৃতি সুবিধা পাওয়া যাবে এর মাধ্যমে।

আবার পিসি অপটিমাইজ ও পারফরম্যান্স উন্নত করতে রয়েছে স্টার্টআপ ম্যানেজার, মেমরি অপটিমাইজার, কনটেক্সট মেনু

ম্যানেজার, রেজিস্ট্রি ডিফ্র্যাগ প্রভৃতি ফিচার। এর মাধ্যমে পিসির স্টার্টআপ অ্যাপ্লিকেশনগুলোর ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে রেজিস্ট্রি ডিফ্র্যাগমেন্ট করার সব কাজই করা যাবে। আবার প্রাইভেসি অ্যান্ড সিকিউরিটিতে রয়েছে ট্র্যাক ইরেজার, ফাইল শ্রেডার, ফাইল আনডিলিট, ফাইল এনক্রিপ্টর, ডিক্রিপ্টরের মতো ফিচার। পিসির বিভিন্ন ফাইলের হিস্ট্রি থেকে শুরু করে অনলাইনে ব্রাউজিং হিস্ট্রি, কুকিসহ সব কাজের রেকর্ড মুছে দিতে পারে

এটি। পাশাপাশি এনক্রিপশনের মাধ্যমে ফাইলের নিরাপত্তাও এটি নিশ্চিত করতে পারবে।

ফাইল ও ফোল্ডারের আরও কাজের জন্য এতে রয়েছে ডিস্ক অ্যানালাইসিস, ডুপ্লিকেট ফাইল ফাইন্ডার, এম্পটি ফোল্ডার ফাইন্ডার, ফাইল স্প্লিটার অ্যান্ড জয়েনারের মতো কার্যকর সব টুল। এ ছাড়া সিস্টেম টুল হিসেবে এতে রয়েছে প্রসেসর ম্যানেজার, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার অ্যাসিস্ট্যান্ট ও উইন্ডোজ স্ট্যান্ডার্ড টুল। সব মিলিয়ে গ্লেরি ইউটিলিটিজ পিসির নানা ধরনের কাজকে যেমন সহজ করে তোলে, তেমনি পিসির পারফরম্যান্সও বাড়িয়ে দেয় অনেক। এর নিচের দিকে থাকা পেন্সিলের মতো আইকনে ক্লিক করে প্রয়োজনীয় ফিচারগুলো রিমুভ বা সফটওয়্যারের টাইটেলবারে অ্যাড করে নিতে পারবেন। উইন্ডোজ ২০০০ থেকে শুরু করে পরের সব সংস্করণেই কাজ করে এটি। মাত্র ২৯.১৭ মেগাবাইটের এ সফটওয়্যারটি পিসির মেমরিও ব্যবহার করে অনেক কম। http://goo.gl/qArVq লিঙ্ক থেকে সরাসরি বা জনপ্রিয় প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট www.cnet.com থেকেও ডাউনলোড করে নেয়া যাবে এ ইউটিলিটি সফটওয়্যার। www.cnet.com-এ এডিটর রেটিং ৫-এ ৫ ও ইউজার রেটিং ৫-এ ৪। শেষ সপ্তাহেই এটি www.cnet.com থেকে ৬৯, ১৩৩ বার ডাউনলোড করা হয়েছে।

ফায়ারফক্সসহ সব ব্রাউজারেরই টেম্পোরারি ফাইল, হিস্ট্রি কুকি, সুপার কুকি, ডাউনলোড হিস্ট্রি, ফরম হিস্ট্রিসহ সব রেকর্ড মুছে ফেলতে সক্ষম এটি। এর মাধ্যমে অবশ্য নির্বাচিত কুকিগুলোও মুছে ফেলা যায়।

পাশাপাশি এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রি ক্লিনিংয়ের সব ধরনের কাজও করা যায় সহজেই। সব মিলিয়ে নিজের সিস্টেমটিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এটি একটি কার্যকর সফটওয়্যার। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে পিসির সব সিস্টেম (প্রসেসর, র‍্যাম ও মাদারবোর্ডের বর্ণনা) কনফিগারেশন দেখতে পারবেন। সি ড্রাইভে দখলকারী মাত্র ৫ মেগাবাইটের এ সফটওয়্যারটি http://goo.gl/Nx3bn লিঙ্ক থেকে বা www.cnet.com থেকে সরাসরি ডাউনলোড করা যাবে বিনামূল্যে। www.cnet.com-এ এডিটর ও ইউজার উভয় রেটিংই ৫-এ ৪.৫।

আইওবিট টুলবক্স : পিসির পারফরম্যান্স আপ-টু-ডেট রাখতে আরেকটি কার্যকর সফটওয়্যার হলো আইওবিট টুলবক্স। অন্তত ২০ ধরনের সিস্টেম টুল নিয়ে বিনামূল্যের এ সফটওয়্যারটি পিসি ক্লিন, রিপেয়ার, সিকিউরিটি ও কন্ট্রোলের যাবতীয় কাজ করতে সক্ষম। পিসি ক্লিনিংয়ের ক্ষেত্রে আইওবিট দিয়ে রেজিস্ট্রি ক্লিনিং, প্রাইভেসি সুইপিং, ডিস্ক ক্লিনিং ও প্রোগ্রাম আনইনস্টলেশনের কাজ করা যায়। অপটিমাইজিংয়ের ক্ষেত্রে এতে রয়েছে মেমরির সর্বোত্তম ব্যবহারে স্মার্ট র‍্যাম, ইন্টারনেটের ব্যবহার মনিটর ও গতিশীল রাখতে রয়েছে ইন্টারনেট বুস্টার, পিসির স্টার্টআপ ও বুট করার সময় কমাতে রয়েছে স্টার্টআপ ম্যানেজার ও রেজিস্ট্রি ডিফ্র্যাগ। পিসির বিভিন্ন সিস্টেম রিপেয়ারিংয়ের কাজে রিসাইকেল বিন থেকে ডিলিট

করা ফাইল উদ্ধারে আনডিলিট, কার্যকর শর্টকাট ব্যবস্থাপনায় শর্টকাট ফিক্সার, ডিস্কের পারফরম্যান্স বাড়াতে ডিস্ক ডক্টর ও উইন্ডোজের নানা সমস্যা দূর করতে রয়েছে উইনফিক্স। এ ছাড়া সিকিউরিটি হোল স্ক্যানার ও প্রসেস ম্যানেজার পিসির নিরাপত্তা রক্ষায় রাখবে কার্যকর ভূমিকা। আর সিস্টেম কন্ট্রোল, ক্লোনড ফাইল স্ক্যানার, ডিস্ক এক্সপ্লোরার বা সিস্টেম ইনফরমেশনের মতো ফিচারগুলো পিসিতে আইওবিটের নিজস্ব কন্ট্রোল প্যানেলের মতো কাজ করবে। আলাদাভাবে এসব টুলের প্রতিটির জন্য আলাদা প্রোগ্রাম ব্যবহার না করে এক আইওবিট টুলবক্স দিয়েই সব কাজ করা যায় নির্বিঘ্নে। http://goo.gl/gMkkC লিঙ্ক থেকে বা www.cnet.com থেকে সরাসরি ডাউনলোড করে নিন আইওবিট টুলবক্স। www.cnet.com-এ এর ইউজার রেটিং ৫-এ ৪।

তবে একেবারেই নতুন ইউজারদের কাছে এ সফটওয়্যারগুলো অনেকটা দুর্বোধ্য ও কঠিন হতে পারে, কেননা এখানে এ তিনটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে পিসির একাধিক কাজ করা যায়। একেবারে না বুঝে কোনো কাজ করতে গেলে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় ফাইলও ডিলিট করে ফেলতে পারেন। কেননা প্রতিটি সফটওয়্যারের অ্যাপ্লিকেশন বক্সে বুঝে ও প্রয়োজনমতো বক্স চেক অথবা আনচেক করতে হবে, না বুঝে বক্সে চেক বাটন ক্লিক করে রাখলে অনেক দরকারি ফাইল অথবা ডকুমেন্ট ডিলিট হয়ে যেতে পারে। তবে একদম নতুন ইউজারদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তাদের জন্য একাধিক না হলেও শুধু ডিস্ক ডিফ্র্যাগ করার সুবিধার্থে কয়েকটি সফটওয়্যারের বর্ণনা এখানে দেয়া হলো। কেননা কমপিউটারে কাজ করার সময় আমরা প্রচুর ফাইল ব্যবহার করে থাকি। এসব ফাইল সংরক্ষিত থাকে হার্ডডিস্কে। তবে ফাইলগুলো ঠিক গোছানো থাকে না। ডিস্কের মধ্যে ফাইলগুলো গুছিয়ে রাখার কাজটি করতেই রয়েছে ডিফ্র্যাগমেন্টেশন। একেবারেই নতুন ইউজাররা নিয়মিত ডিফ্র্যাগমেন্টেশন করলেও পিসির পারফরম্যান্সে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। উইন্ডোজে পিসিতে বিল্ট-ইন হিসেবেই ডিফ্র্যাগমেন্ট করার জন্য টুল থাকে। তবে উইন্ডোজের বিল্ট-ইন ডিফ্র্যাগমেন্টের কাজ করে অনেক ধীরগতিতে। তাই অনেকেই এ বিল্ট-ইন ডিফ্র্যাগমেন্টের ব্যবহার করেন না। তাদের জন্য রয়েছে বেশ কিছু থার্ডপার্টি অ্যাপ্লিকেশন। অনেক ভালো ডিফ্র্যাগমেন্টের জন্য টাকা খরচ করতে হলেও কিছু ভালো ডিফ্র্যাগমেন্টের রয়েছে, যেগুলো বিনামূল্যেই ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের দুটি ডিফ্র্যাগমেন্টের বর্ণনা এখানে দেয়া হলো।

পিরিফরম ডিফ্র্যাগলার : ধীরগতির পিসির জন্য উপযোগী হতে পারে এ ডিফ্র্যাগলার সফটওয়্যারটি। এর র‍্যামের ব্যবহার খুব সীমিত থাকায় এটি চলাকালে পিসির তারতম্য হয় না। নিয়মিত ডিফ্র্যাগমেন্ট করার জন্য এতেও আছে স্বয়ংক্রিয় ডিফ্র্যাগলার ও স্বয়ংক্রিয় ডিফ্র্যাগমেন্ট করার ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে ডিফ্র্যাগমেন্ট করার প্রয়োজন এমন ফাইলের তালিকাও পাওয়া যায়। এর ফলে সব ফাইল একেবারে ডিফ্র্যাগমেন্ট না করে আলাদা আলাদা করে নির্বাচন করেও ডিফ্র্যাগমেন্ট করা যায়। এর নিচের দিকের ফাইল লিস্ট থেকে ফ্র্যাগমেন্ট ফাইলের তালিকা পাওয়া যাবে ও ডান পাশ থেকে Health ট্যাব থেকে এ ড্রাইভের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে। এর ওপরে Settings→Option থেকে এতে কী আকারের ফাইল বা কোন ফরম্যাটের ফাইল ডিফ্র্যাগমেন্ট করতে চান, তা সিলেক্ট করতে পারবেন। তার নিচের দিকেই শিডিউল অপশন অর্থাৎ Settings→Schedule থেকে এর ডিফ্র্যাগমেন্টের শিডিউল অর্থাৎ সময় ও তারিখ নির্ধারণ করে ডিফ্র্যাগমেন্ট করতে পারবেন। এ ডিফ্র্যাগমেন্টটি http://goo.gl/13FcA লিঙ্ক থেকে ফ্রি ডাউনলোড করা যাবে। www.cnet.com-এ এর এডিটর ও ইউজার উভয় রেটিং ৫-এ ৪।

নতুন বা পুরনো ইউজারদের জানানো যাচ্ছে, একেবারে না বুঝে কোনো কাজ করতে যাবেন না। কম সতর্কতার কারণে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ বা

প্রয়োজনীয় ফাইলও ডিলিট করে ফেলতে পারেন। কেননা প্রতিটি সফটওয়্যারের অ্যাপ্লিকেশন বক্সে বুঝে ও প্রয়োজনমতো বক্স চেক বা আনচেক করতে হবে। না বুঝে বক্সে চেক বাটন ক্লিক করে রাখলে অনেক দরকারি ফাইল বা ডকুমেন্ট ডিলিট হয়ে যেতে পারে কজ

স্মার্ট ডিফ্র্যাগ : সিস্টেম ইউটিলিটি সফটওয়্যার হিসেবে শীর্ষেই রয়েছে স্মার্ট ডিফ্র্যাগ। খুব সহজেই ব্যবহারোপযোগী এ সফটওয়্যার দিয়ে দ্রুত হার্ডডিস্কের অবস্থা বিশ্লেষণ করা যায়। তারপর একাধিক মোডে ডিফ্র্যাগমেন্ট করার সুবিধা রয়েছে। এতে ডিফ্র্যাগমেন্ট প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয় দ্রুত। এ ছাড়া এতে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বেশি ব্যবহার হওয়া ফাইলগুলো ডিফ্র্যাগমেন্ট করে রাখার সুবিধা রয়েছে। আর ডিফ্র্যাগমেন্টেশনের কাজে এটি মাত্র ২৫ মেগাবাইট মেমরি ব্যবহার করে। আবার স্বয়ংক্রিয় ডিফ্র্যাগমেন্টের সময় এরও অর্ধেক মেমরি ব্যবহার করে। বাড়তি ফিচার হিসেবে এতে শিডিউল ডিফ্র্যাগমেন্টের সুযোগও রয়েছে। ওপরে Skin অপশন থেকে এর বাহ্যিক কালার পরিবর্তন করতে পারবেন। পাশের Settings অপশন থেকে এর অটোমেটিক ডিফ্র্যাগ, শিডিউলড ডিফ্র্যাগ, বুট টাইম ডিফ্র্যাগ সুবিধামতো সিলেক্ট করে সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন এ ডিফ্র্যাগমেন্টটি। এর বাড়তি একটি সুবিধা হলো আপনার হার্ডডিস্কের যেকোনো ড্রাইভের ফ্রি স্পেস ১৫ শতাংশের নিচে হলে তা বিল্ট-ইন ডিফ্র্যাগমেন্ট দিয়ে বা সাধারণ ডিফ্র্যাগমেন্ট দিয়ে ডিফ্র্যাগমেন্ট করা যায় না, কিন্তু এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে কোনো ড্রাইভে ১৫ শতাংশের কম জায়গা থাকলেও তা ডিফ্র্যাগমেন্ট করা যাবে খুব সহজেই। এ ডিফ্র্যাগমেন্টটি http://goo.gl/3CMiK লিঙ্ক থেকে সরাসরি ফ্রি ডাউনলোড করা যাবে। www.cnet.com-এ এর এডিটর রেটিং ৫-এ ৫ ও ইউজার রেটিং ৫-এ ৪।

ফিডব্যাক : kdsubho@gmail.com